

بسم الله الرحمن الرحيم

উসামা জীবিত!!!

শাইখ হুসেইন ব.মাহমুদ

কুতুব শাহীদ (রাহি) বলেছেনঃ

সকল বানী অন্যদের আত্মায় পৌঁছতে পারে না-ঘুরতে পারে না, তাদের আত্মাকে দোলা দেয় না এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে না। এইটি শুধুমাত্র ঐ সকল বানী যেগুলো রক্ত দিয়ে সিক্ত কারন এসব বানী মানুষের আত্মাকে পরিপুষ্ট করে বেঁচে থাকে।

যেসব বানী অমর হয়ে থাকে সেগুলো মানুষের আত্মাকে পরিপুষ্টতা দান করতে থাকে।

মানুষকে লেখনী শক্তি দান করা হয়েছে যেইটি অনেক কিছু অর্জন করতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র একটি শর্তে, সেইটি হলো তারা তাদের আদর্শের জন্য মৃত্যুকে বরন করে নিবে, এতে তাদের আদর্শ অমর হয়ে থাকে, তাঁরা যা বলতেন তা বিশ্বাসও করতেন, এবং তাঁরা সত্য বলার জন্য তাদের যবানকে উৎসর্গ করে দেন।

অবশ্যই আমাদের আদর্শ এবং বানী যুগ যুগ ধরে জীবিত থাকবে... যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের যবানকে এর জন্য উৎসর্গ করি এবং এরা সকলের মাঝে চিরদিনের মতো জীবিত থাকবেন।

(দিরাসত ইসলামিয়াহ, সাইয়েদ কুতুব শহীদ)

আমেরিকা চরম হতভাগ্য। ওবামা চরম হতভাগ্য। কত বড় অজ্ঞ এই সকল কুফকাররা যারা ইসলাম, জিহাদ এবং ইসলামিক সন্ত্রাসবাদকে শুধুমাত্র উসামার (রহিমুল্লাহ) মাঝে সীমাবদ্ধ করেছে। খ্রীষ্টানদের হোয়াইট হাউসের সামনে নৃত্য করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং নেতানিয়াহ, পেরেস, মোফাজ, লিভনি, বুশ, ব্রাউন এবং তাদের অন্য সকল ইহুদীদের এই অল্পসময়ের মাতলামি এবং হুঁশবিহীন অবস্থায় নৃত্য করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে! যেইটা (ইনশাআল্লাহ) খুব শীঘ্রই তাদের জন্য মাথা ব্যথার কারন হয়ে দাঁড়াবে। কেনইবা তাঁরা উদযাপন করবে না? যখন আল্লাহ (সুবহানুহুওয়াতাআলা) বর্ণনা করেছেন যারা কুফকারদের বিরুদ্ধে চরমঃ

মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সম্ভ্রান্তি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইজিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে-যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারাবিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। [সূরা আল ফাতহ, আয়াতঃ ২৯]

সত্যিকার অর্থেই উসামা ওদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে দুশ্চিন্তা অবস্থায় রেখেছিলেন।

ইসলামিক বিশ্ব দেখুক খ্রীষ্টান এবং ইহুদীরা একত্রে নৃত্য করছে , এবং যারা তাদের সাথে একত্রিত হতে চায় তাদেরকে সেই সুযোগ দাও যারা দাবী করে তাদের সাথে ইসলামের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক আছে, এইটাতে কোন সন্দেহ নেই ইহুদী খ্রীষ্টানদের আনন্দ তাদেরও আনন্দ! এইটাতে কোন সন্দেহ নেই ইহুদী খ্রীষ্টানদের জয় মুরতাদদের জয়। কিন্তু আমরা তাদেরকে বলছি এইটা কি আসলে তোমাদের বিজয় ???

[কবিতা]

...ماكنت جاهلاً... ويأتيك بالأخبار مالم تزود ستبدي لك الأيام ...

সময়ই বলে দিবে তোমরা কি ধরনের অজ্ঞ।

এবং তোমরা এমন সকল ঘটনা দেখতে পাবে যার জন্য তোমরা প্রস্তুত ছিলে না। হাসানুল বাল্লাহ যখন নিহত হলেন তখন আমেরিকানরা আনন্দের নৃত্য করল, কিন্তু এই কুফর আমেরিকানদের মাতাল হুঁশ বিহীন অবস্থায় জন্ম হয়েছিল গত শতাব্দীর শহীদগণের নেতার সাইয়েদ কুতুব (রহিমুল্লাহ) , তিনি তখন আমেরিকাতেই ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ করছিলেন উনার মৃত্যুতে তাদের মাতাল নৃত্য এবং আনন্দ । সাইয়েদ কুতুব (রহিমুল্লাহ) ইসলামিক অনুভূতি থেকে অনেক দূরে ছিলেন। এইটা ছিল মাত্র কিছু বৎসর পূর্বে যখন তিনি আমেরিকা এবং তাঁর দোসরদেরকে এক হাত নিয়েছিলেন।

উসামা হাজার হাজার আমেরিকান কুফরদের হত্যা করার মাধ্যমে তাঁর আসর শেষ করেন, আমেরিকার মুখমন্ডল ময়লা আবৃত করার পর, আমেরিকাকে অর্থনৈতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে এবং সামরিকভাবে ধ্বংস করার পর । এবং তার আগে তাঁর ভাইয়েরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করেছিল এবং এইটিকে রাশিয়াতে নিয়ে এসেছিল । তিনি থেমে যাননি যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী রেখে গেছেন যারা আমেরিকান যারজদেরকে পশ্চিমাদের উসামার সময়ের ভালো দিনগুলোকে ভুলিয়ে দেবে(ইনশাআল্লাহ)। এই জন্য মুজাহিদিনগ দৃঢ় প্রত্যয়ী এই পৃথিবীর প্রত্যেক কুফরদের সকল শক্তি গুড়িয়ে দেয়া গন্য।

আমরা ওবামাকে বলতে চাই, আমরা উসামার পরে ক্রন্দন করব না। আমরা তাঁর মৃত্যুর পরে ক্রন্দন করব না। আমরা তাঁর জন্য কোন শোকপ্রকাশ গ্রহন করব না। আমরা তাঁকে কোন প্রশংসা দিব না। আমরা তোমাদেরকে উদযাপনের জন্য কিছু সময় দিচ্ছি এবং তারপর আমরা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের ইসলামিক যুদ্ধ শুরু করব। এইটি ঐ ধরনের যুদ্ধ হবে না যেটি অতীতে হয়েছে। তোমরা এবং তোমাদের পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং ইউরোপের দালালদের জন্য আনন্দের বিষয় তোমাদের জন্য সামনের দিনগুলোতে কি আসছে । অবিশ্বাসীদের স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা উচিত হবে না, মুজাহিদদের মাধ্যমে স্বৈচ্ছাকৃতভাবে অথবা অস্বৈচ্ছাকৃতভাবে তাদের বোধশক্তির শব্দকে থামিয়ে তাদের নিশ্বাসকে থামিয়ে দেওয়া হবে।

আমরা আমাদের কারো মৃত্যুতে ক্রন্দন করি না , তোমরা কুফরার মহিলার সন্তান! কিন্তু তোমরা নিশ্চিতভাবে তোমাদের মৃত্যুতে ক্রন্দন করবে। এবং উসামার মতো ব্যক্তি সামান্য কিছু মানুষের দ্বারা নিহত হননি, তোমরা মিথ্যুক । উসামা তোমাদেরকে মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করছে , এমনকি তার মৃত্যুর পরও তোমরা দাবী করছ তোমাদের কোনো আমেরিকান সৈন্য মারা যায়নি , এইটা উসামার জন্য অসম্মানজনক কিছু নয় যেইটা তোমরা মনে করতে পার , সমগ্র পৃথিবী ভালো করেই জানে উসামা তার জীবনকে তোমাদেরকে কিছু দেওয়া ছাড়া ত্যাগ করেননি। যদি তোমরা তাহাকে সামনা সামনি হত্যা কর তিনি তোমাদের কিছু সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠিয়েই গিয়েছেন। তোমরা জারকাভির (আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুক এবং শহীদদের মধ্যে থেকে তাকে কবুল করুক) বাসস্থান দূর থেকে যুদ্ধ বিমান দিয়ে আঘাত করছিল এবং তার মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা পরও তাঁর কাছে যাওয়ার সাহস করনি । তোমরা তাঁর সাথে সামনা সামনি যুদ্ধে মুখোমুখি হওয়াতে ভীত ছিলে এবং তাঁর ঘর বিমান দ্বারা আঘাত করতে বাধ্য হয়েছিলে যখন তিনি তাঁর পরিবারের সাথে ঘরে ছিলেন । এরপর তোমরা এক বানোয়াট কাহিনী বানিয়েছিলে! কিন্তু উসামার মত ব্যক্তিকে হত্যা করে আমরা কি তোমাদেরকে ক্ষমা করব? অবশ্যই আমরা এমন এক জাতি যারা এক উঁচু মাপের উদ্দম তৈরি করেছে এই জাতির যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা । যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর উদ্দীপনা আরো বেড়ে যায় এবং সর্বদাই উঁচু এবং নিশ্চল থাকে।

উসামা এই উম্মাহর একজন ব্যক্তি মাত্র, এবং ইসলামি উম্মাহ ধনী । এই উম্মাহ সবসময় তার যোগ্য সন্তান দিয়ে যাবে।

এই উন্মাদ সবসময় সত্যের উপর জয়ী থাকবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন এর শেষ অনুসারী নকল মসিহ এর সাথে যুদ্ধ করে। মুজাহিদিনরা ইতিহাস তৈরি করেছিল সেপ্টেম্বর পরবর্তীকালের এবং আমেরিকানরা আজকে ইতিহাস তৈরি করল উসামা পরবর্তীকালের। এইটা করতে তাদের লাগলো দশ বছর এবং এক ট্রিলিয়নেরও বেশি ডলার, কিন্তু মুজাহিদিনদের প্রতিশোধ হবে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি এর অনেক বেশি শক্তিশালী।

উসামা সবসময় জীবিত ছিলেন এবং তিনি এখনও জীবিত। উসামার মত যারা তারা কখনো মারা যায় না যেভাবে দাসত্বে বন্দি আত্মার মৃত্যু হয়। আর মুক্ত মানুষ যারা জিহাদের অপেক্ষায় থাকে সবজায়গায়, খুঁজতে থাকে সেই সিঁথান যেখানে তারা তাদের পরিনতিকে বরন করে নিবে, তাদের জন্য বারযাখের জীবন শুধুই একটা ক্ষনস্থায়ী জীবন যার পরে তারা অম্লত জীবনের দিকে যাত্রা শুরু করবে। তাই তাদের কাছে এইটা শুধুই একটা ক্ষনস্থায়ী জায়গা মৃত্যু নয়, যা থেকে অন্যরা পালিয়ে বেড়ায়।

আমেরিকানরা আব্দুল্লাহ আযযামকে(আল্লাহ তাঁকে মাফ করুন এবং কবুল করে নিন) হত্যা করেছিল কিন্তু উসামা জেগে উঠেন উনার পর। তারা ইরাক আক্রমণ করল কিন্তু জারকাতী জেগে উঠল তাদের কাছে কোপ মারার জন্য এবং উনার পরে আল মুহাজির আল বাগদাদি। তাদেরকে সবাইকে হত্যা করা হয় কিন্তু জিহাদ এখনো চলছে। রাশিয়ানরা খান্ডাবকে হত্যা করেছে এবং উনার পর শামিল উঠে দাঁড়ান। তারা শামিলকে হত্যা করে এবং এর পরে উঠে দাঁড়ান আল গামিদি। তারা আল গামিদিকে হত্যা করে এর পর ককেশাস যুক্ত হয় মুজাহিদিন ইসলামিক আমিরাতে। তারা সোমালিয়ার ইসলামি আদালতকে ধ্বংস করে এবং এর ঔরস থেকে জেগে মুজাহিদ্দীন তরুন আন্দোলন। এভাবে ইসলামিক উম্মাহ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং একজন লোককে হত্যা করে ইসলামের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া যাবে না। এইটি আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং একটি উদাহরণ দিয়েছেন সর্বশক্তিশালীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি সম্পর্কে এই বলেঃ

عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لَنْ يُضْرَمَ أَتَىٰ وَقِيلَ لِقَابِئِمُ عَلَىٰ عَقَابِكُمَا مَدَّ إِلَىٰ سُولٍ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ سُلَّ فَإِنْ وَمَا الشَّاكِرِينَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ يُذَكِّرُ

আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন। [সূরা আল ইমরান, আয়াতঃ ১৪৪]

জিহাদ থামেনি সর্বোচ্চ সেনাপতির মৃত্যুর পরেও তাহলে এই নির্বোধরা কিভাবে আশা করে যে জিহাদ থেমে যাবে ইসলামের অসংখ্য যোদ্ধার মধ্যে একজন মাত্র যোদ্ধাকে হত্যা করার মাধ্যমে, যেটা জেগে থাকবে? জীবন এবং মৃত্যু আল্লাহর হাতে, আমেরিকার হাতে বা অন্য কারো হাতে নয়। আল্লাহ সর্বমহান বলেছেন:

الْآخِرَةَ مِنْ تَمِيمِهَا وَلَوْ أَبَدَ الدُّنْيَا نُفُوتَهُ مِنْهَا وَمَنْ كُتِبَ لَهُ الْيُسْرَىٰ أِنَّ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجِلًا وَمَا
وَسَدَّ جُزَى الشَّاكِرِينَ

আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারেনা-সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব। পক্ষান্তরে-যে লোক আখেরাতে বিনিময় কামনা করবে, তা থেকে আমি তাকে তাই দেবো। আর যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি প্রতিদান দেবো [সূরা আল ইমরান, আয়াতঃ ১৪৫]

আমরা আল্লাহর ভবিষ্যতের বিষয়ে জানার বিষয়ে বিশ্বাস করি। শত্রুর হাতে মৃত্যু একটি অহংকার, এইটি অস্বস্তিকর নয়। উমর (আল্লাহ তাঁর উপর সমুদ্র) জিজ্ঞাসা করেছিলেন কে তাঁকে ছুরিকাঘাত করেছিল এবং তিনি এইটি জেনেছিলেন যে এইটি ছিল আবু লুলুআহ আল মাজুছি, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন আল্লাহ তাঁকে অনুগ্রহ করুক, “সকল অনুগ্রহ তাঁকে যে আমার হত্যাকারীকে প্রস্তুত করেছিল আমার বিরুদ্ধে যেকোনো যারা চরম অবসন্নতাকে ব্যবহার করেনি যেহেতু কিনা আল্লাহকে আমার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে পেশ করতে পারে। আমাকে মারার জন্য এইটি আরব ছিল না।” (আল তাবাকাত আল কুবরা ইবনে সাদ)

মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ অবশ্যই সাহুনা দিচ্ছেন এবং খুশী আছেন তাদের প্রতি এবং তাঁদের জন্য দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ উপদেশ, আল্লাহ বলেনঃ

ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكْبَرُوا وَالْهَيْئَةُ خَيْرٌ وَأَهْنَأُ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَقَدْ كَانَ مِنْ دُونِ مَا مَعَهُ رَبِّيُونَ
وَأَسْرَأُ لِقَائِي أُمْرًا وَتَبَّتْ أَقْدَامُنَا وَانْكَرُتْ نَفَاوَعْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالَُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَ اللَّصَائِرِينَ إِنَّ مَا
الْكَافِرِينَ

আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে, আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবার করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। [সূরা আল ইমরান, আয়াতঃ ১৪৬]

তারা আর কিছুই বলেনি-শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদের কাছে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদের সাহায্য কর। [সূরা আল ইমরান, আয়াতঃ ১৪৭]

নবীদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, সাহাবীদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, এবং মুসলিমরা দুর্বল ও কারো অনুগত হয়নি। অধিকন্তু পার্সীয়া এবং বাইজেন্টিয়াম সাম্রাজ্য অর্জিত হয়েছিল নবী সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামের ওফাতের পর। যদি তাঁর পরে জিহাদ না থেমে আরো শক্তিশালী হয়, তাহলে অন্যদের পরে কি হওয়া উচিত?

অবশ্যই উসামা, আল্লাহ তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করুক যেহেতু সে প্রত্যাশা করেছিল। এই ধরনের একই ইচ্ছা ছিল নবী সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামের, যখন তিনি বলেছিলেনঃ

«أُقْتَلِي أُقْتَلِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ وَلُودِدْتُ»

“আমার ইচ্ছা আমি আল্লাহর পথে নিহত হব, তারপর আবার জীবিত হব, তারপর নিহত হব, তারপর আবার জীবিত হব, তারপর নিহত হব, তারপর আবার জীবিত হব, তারপর নিহত হব” (আল বুখারি এবং মুসলিম)

একের অধিক অনুষ্ঠানে উসামা ঘোষণা করেছিল তিনি বেশি দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করছেন তাঁর সবচেয়ে ভালোবাসার শহীদ হওয়ার জন্য।

মুসলিমদের দ্বিতীয় খলিফা উমর বিন আল খাত্তাব মারা গিয়েছিল আবু লুলুআহ আল মাজুসির মাধ্যমে, তারপর তৃতীয় খলিফা মারা গিয়েছিল কাপুরুষ আন্দোলনকারীদের মাধ্যমে এবং তারপর চতুর্থ খলিফা মারা গিয়েছিল খারিজী ইবনে মুলজামের মাধ্যমে। ইসলামের সবচেয়ে বড় বড় নেতারা মারা গিয়েছিল বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণার মাধ্যমে। এবং আজকে

আমরা দেখতে পাই পাকিস্তানের শিয়া রাফিজি সরকার প্রতারণার মাধ্যমে ইসলামের সিংহদের থেকে অন্যতম আরেক সিংহকে হত্যা করেছে... এবং এখনও জিহাদ চলছে।

অবশ্যই মহাশয় নেতাদের জীবন অন্যদের মতই কিন্তু তারা অন্যদের মত চলে যাওয়া পরিত্যাগ করেছেন। জিহাদের মাঠে মৃত্যুবরণ করায় লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই অধিকন্তু এইটি লজ্জার বিষয় যেলোক শত্রুসাহিনী থেকে কোন ক্ষতি ছাড়া হঠাৎ মারা গিয়েছে।

[কবিতা]

لَقَوْمٌ لَا نَرَى الْقَتْلَ سَبَّةً.. إِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسُلُولُ وَاِنَا

دُبُّ الْمَوْتِ آجَالَنَا لَنَا.. وَتَكَرَّهُهُ آجَالُهُمْ فَتَطُولُ يُقَرَّبُ

অবশ্যই আমরা ঐ ধরনের লোক যারা মৃত্যুর মধ্যে কোনো অকল্যান খুঁজে পায় না।
এমণকি যদি আমির এবং সলুলও করে।

মৃত্যুর ভালোবাসা আমাদের জীবনকে সঞ্চিত করে
যখন এইটি ঘৃণা করার কারনে তাদেরকে বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

খ্রীষ্টানরা স্বাগত জানাবে, তাদের মত ইহুদীরাও এবং তাদের মতই এই পৃথিবীর প্রত্যেক কাফের। প্রত্যেক মুরতাদ তাদের সাথে নাচবে এবং তাদের আত্মা ধপধপ করবে উসামার এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়াতে। কাফেরদের পাশাপাশি আপনি তাদের একজনের হৃদয়ের মধ্যেও বিশ্বাসের বিন্দুমাত্রও খুঁজে পাবেন না।

مَنْ أَفْضَلُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ خَيْرٌ يَمَاتُ لِقَاءَهُمْ بِرَبِّهِمْ أَفَلَا يَدْرُونَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْ وَاتَّابُوا لَا
خَلْفَ لَهُمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَرُونَ يَذَرُونَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ

আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। [সূরা আল ইমরান, আয়াতঃ ১৬৯]

আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেন তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয় ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা ভাবনাও নেই। [সূরা আল ইমরান, আয়াতঃ ১৭০]

আল্লাহ বলেন:

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ عَظِيمًا صَدَابَهُمْ الْأَقْرَحُ لِلَّذِينَ أَدَسُوا وَالْمُسْتَجَابُونَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব। [সূরা আল ইমরান, আয়াতঃ ১৭২]

আমি পৃথিবীর সকল মুজাহিদ এবং তাঁর সকল সমর্থনকারীদের আহবান করব তাঁদের কান্না প্রবাহিত হওয়াকে থামাতে এবং তাদের রাগকে নিজেদের মধ্যে ধরে রাখতে এভাবে এইটি আগ্নেয়গিরির মত কাজ করবে যেইটি সঠিক সময়ে বিস্ফোরিত হবে। আমরা প্রতিশোধের বিক্ষিপ্ত আক্রমণ চাই না। বরং আমরা চাই যথাযথ পরিকল্পনামাফিক বিশেষ আক্রমণ যেইটি হবে হিকমাহ এবং ধৈর্য্যের মাধ্যমে, এভাবে এইটি এর ফলকে বহন করবে এবং আমেরিকাকে ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কের আক্রমণকে ভুলে যেতে তৈরি করবে এবং অতীতের ভালো দিনগুলোকে বিদায় জানাতে বলবে। এইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে প্রতিশোধের একক এবং বিক্ষিপ্ত আক্রমণগুলো খারাপ ফলাফল বয়ে আনতে পারে এবং আল্লাহর শত্রুবাহিনীর কান্না ও দুঃখ দেখার পরিবর্তে এইটি তাদের জন্য আনন্দের কারন হয়ে উঠতে পারে। জিহাদের নেতৃবৃন্দের অবশ্য কর্তব্য তাদের কার্ডগুলোকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা এবং শাইখ উসামার সফলতার ঘোষণা করা, আল্লাহর ক্ষমা বর্ষিত হোক তাঁর উপর এবং তারপর অভিজ্ঞতার আলোকে পরিকল্পনাগুলোর পদক্ষেপ শুরু হবে এবং দেখতে হবে উম্মাহর জন্য কোনটি বেশি আগ্রহের।

জিহাদের শাইখ এবং ইসলামের এই সিংহের উপর আল্লাহর ক্ষমা বর্ষিত হোক এবং তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুক। তাঁকে সবচেয়ে উপরের স্তরের বিশ্বাসী এবং শহীদ হিসেবে কবুল করুক। আল্লাহ তাঁর মৃতদেহকে ইসলামিক উম্মাহর মধ্যে জিহাদের জন্য স্ফুলিঙ্গ হিসেবে কবুল করুক এবং তাঁর রক্তকে যুদ্ধের জন্য শক্তি হিসেবে যেইটি কিনা তাঁদেরকে এই পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত করবে... এবং আল্লাহর বানীর মাধ্যমে আরো পরিষ্কার বুঝা যায়ঃ

قَوْلُكُمْ اَلَا عَلَيْنَ كُنْتُمْ مَوْمِنِينَ * يَمْسِكُكُمْ مَوَ عِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا بَيِّنٌ لِّلنَّاسِ وَ يَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّهُمْ بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ فَالِقِينَ لَمَّا تَوَلَّوْا الْقَوْمَ قَرِحَ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ الْيَّامُ الظَّالِمِينَ

এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশবাণী। [সূরা আল ইমরান , আয়াতঃ ১৩৮]

আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে। [সূরা আল ইমরান , আয়াতঃ ১৩৯]

তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। [সূরা আল ইমরান , আয়াতঃ ১৪০]

হে আল্লাহ! যাদেরকে আপনি শহীদ হিসেবে কবুল করেছেন তাদের মধ্যে আপনি তাঁকেও কবুল করুন এবং আমাদেরকেও তাঁর মত কবুল করুন!

হে আল্লাহ! উসামার মৃত্যুর মত আমাদেরও মৃত্যু দিন!

এবং আল্লাহ সববিষয়ে অবগত।

এবং শান্তি ও অনুগ্রহ আমাদের নবী মুহাম্মদের উপর এবং তাঁর পরিবার এবং সাথীদের উপর।

হুসাইন বি. মাহমুদ

জুমাদা আল উলা ২৯, ১৪৩২ হি.

পরিবেশনায় আনসারুল্লাহ বাংলা ব্লগ